

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের আশ্চর্যান্বিত হওয়া উচিত যে আমরা কিরকম মিষ্টি বাবাকে পেয়েছি, যাঁর মধ্যে কোনও ইচ্ছা নেই অথচ কতো বড় দাতা, নেওয়ার এতটুও কোনো ইচ্ছা নেই”

*প্রশ্নঃ - বাবার ওয়াল্ডারফুল পার্ট কোনটি? ১০০ শতাংশ নিষ্কামী বাবা কোন্ কামনা নিয়ে সৃষ্টিতে এসেছেন?

*উত্তরঃ - বাবার ওয়াল্ডারফুল পার্ট হলো পড়ানো। তিনি সার্ভিস করার জন্যই আসেন? পালনা দিতে আসেন। ভালোবেসে বলেন বাচ্চারা এটা করো। জ্ঞান শোনান, কিছুই নেন না। ১০০ শতাংশ নিষ্কামী বাবার ইচ্ছা হল - আমি গিয়ে নিজের বাচ্চাদেরকে রাস্তা বলে দেব। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের সমাচার শোনাবো। বাচ্চারা গুণবান হবে... এটাই হলো বাবার ইচ্ছা।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মিক বাচ্চারা এমন আত্মিক বাবাকে পেয়েছে, যিনি কিছু নেন না, কিছু খান না। কিছু পান করেন না। তো তাঁর কোনও আশা বা ইচ্ছা নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের কোনও না কোনো আশা অবশ্যই থাকে। ধনবান হবে, অমুক হবে। তাঁর কোনও আশা নেই, তিনি হলেন অভোক্তা। তোমরা শুনেছিলে যে এক সাধু বলতো যে আমি কিছু পান করি না। এ তো বাবাকে কপি করছে। সারা বিশ্বে এক বাবা-ই আছেন যিনি কিছু নেন না। তো বাচ্চাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আমরা কার সন্তান। বাবা কিভাবে এসে এনার মধ্যে প্রবেশ করেন। নিজের কোনও ইচ্ছা নেই। নিজে তো গুপ্ত থাকেন। তাঁর জীবন কাহিনীকে তোমরা বাচ্চারাই জানো। তোমাদের মধ্যেও অল্প কয়েকজন আছো যারা সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে পারো। হৃদয় দিয়ে ভাবতে হবে যে আমরা এমন এক বাবাকে পেয়েছি যিনি না কিছু খান, না পান করেন, না কিছু নেন। তাঁর কিছুই দরকার নেই। এক নিরাকারকেই উচ্চ থেকে উচ্চতম ভগবান গাওয়া হয়ে থাকে। তাঁকেই সবাই স্মরণ করে। সেই বাবাও অভোক্তা, টিচারও অভোক্তা, সঙ্গুরুও অভোক্তা। কিছুই নেন না, নিয়ে তিনি কি করবেন? ইনি হলেন ওয়াল্ডারফুল বাবা। নিজের জন্য অল্প একটুও আশা নেই। এমন কোনও মানুষ হয় না। মানুষের তো খাদ্য কাপড় ইত্যাদি সবই চাই। আমার কিছু চাই না। আমাকে তো আহ্বান করে বলে যে এসে পতিতদেরকে পাবন বানাও। আমি হলাম নিরাকার, আমি কিছু নিই না। আমার তো কোনো আকারই নেই। আমি কেবল এনার মধ্যে প্রবেশ করি। আর খায় পান করে এর আত্মা। আমি আত্মার কোনও আশা নেই। আমি সার্ভিস করার জন্যই আসি। চিন্তা করতে হবে, কিরকম ওয়াল্ডারফুল খেলা। এক বাবা-ই হলেন সকলের প্রিয়। তাঁর অল্প একটুও আশা নেই। কেবল এসে পড়ান, পালনা করেন। আদর করে বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা এটা করো। জ্ঞান শোনান, কিছুই নেন না। করণকরাবনহার হলেন এক বাবা-ই। মনে করো, শিববাবাকে কিছু দিয়েছো। তিনি কি করবেন। টোলি নিয়ে থাকেন? শিববাবার তো শরীরই নেই। তাহলে নেবেন কি করে? আর সেবা দেখা কত করেন। সবাইকে ভালো ভালো মৎ দিয়ে ফুলের মতো তৈরী করেন। বাচ্চাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত। বাবা তো হলেনই দাতা। দাতাও কত মহান আর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। ব্রহ্মা বাবার যদিও চিন্তা হয়, এত বাচ্চাকে দেখাশোনা করতে হবে, টাকা পয়সা যাকিছু আসে, সেসব শিববাবার জন্যই আসে। আমি তো সব কিছু স্বাহা করে দিয়েছি। বাবার শ্রীমতে চলে নিজের সবকিছু সফল করে ভবিষ্যৎ নির্মাণ করছি। বাবা তো হলেন ১০০ শতাংশ নিষ্কামী। কেবল এই চিন্তাই আছে যে সবাইকে রাস্তা বলে দেবো। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের সমাচার শোনাবো। তারা তো এসব কিছু জানে না। তোমরা বাচ্চারাই জানো। বাবা টিচারের রূপে পড়াচ্ছেন। ফী ইত্যাদি কিছু নেন না। তোমরা শিববাবার নাম করে নিচ্ছে। সেখানে রিটার্ন প্রাপ্ত হবে। শিববাবার কি এই ইচ্ছা থাকে যে আমি নর থেকে নারায়ণ হবো? বাবা তো ড্রামা অনুসারে পড়াচ্ছেন। এমন নয় যে তাঁর মধ্যে এই আশা আছে - আমি উচ্চ থেকে উচ্চতম সিংহাসনধারী হব। না। সবকিছুই নির্ভর করছে পড়াশোনার উপর আর দৈবীগুণ ধারণের উপর। আবার অন্যদেরকেও পড়াতে হবে। বাবা দেখছেন ড্রামা অনুসারে কল্প পূর্বের ন্যায় এনার যে অ্যাক্ট চলছে, সাক্ষী হয়ে দেখেন। বাচ্চাদেরকেও বলেন যে - তোমরাও সাক্ষী হয়ে দেখো। নিজেকেও দেখো, আমরা পড়ছি নাকি পড়ছি না। শ্রীমতে চলছি নাকি চলছি না। অন্যদেরকেও নিজের সমান বানানোতে আমরা সার্ভিস করছি নাকি করছি না। বাবা তো এনার মুখ লোন নিয়ে বলছেন। আত্মা তো হল চৈতন্য তাই না। মৃত ব্যক্তি তো কথা বলতে পারে না। অবশ্যই চৈতন্যের মধ্যেই আসবেন। তো বাবা কতই নিষ্কামী, কোনও আশা নেই। লৌকিক বাবা তো মনে করো যে বাচ্চারা বড় হলে আমাকে খাওয়াবে। এঁনার তো কোনো আশা নেই। বাবা জানেন যে ড্রামাতে আমার পার্টই হল এইরকম, কেবল এসে পড়াই। এটাই ড্রামাতে নির্ধারিত আছে। সাধারণ মানুষ ড্রামাকে একদমই জানে না।

বাচ্চারা তোমাদের এই নিশ্চয় আছে যে বাবা-ই আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। এই ব্রহ্মাও পড়ছেন। অবশ্যই ইনি সবার থেকে ভালো পড়াশোনা করেন। ইনিও শিববাবার খুব ভালো সহায়ক। আমার কাছে তো কোনো ধন নেই। বাচ্চারাই ধন দেয় আর নেয়। দুই মুঠো দেয় আর ভবিষ্যতে নেয়। কারো কাছে কিছু নেই, তাই কিছু দেয় না। তবে হ্যাঁ, ভালো ভাবে পড়লে ভবিষ্যতে ভালো পদ পাবে, সেটাও খুব অল্প সংখ্যক, যাদের স্মরণে থাকে যে আমরা নতুন দুনিয়ার জন্য পড়ছি। এটা স্মরণে থাকলেও মন্বনা ভব থাকতে পারবে। কিন্তু অনেকেই আছে যারা দুনিয়ার কথাতে সময় নষ্ট করে, বাবা কি পড়াচ্ছেন, কিভাবে পড়াচ্ছেন, কত উচ্চ পদ পেতে হবে, এই সবকিছু ভুলে যায়। নিজেদের মধ্যেই লড়াই ঝগড়া করে টাইম ওয়েস্ট করতে থাকে। যে বড় পরীক্ষায় পাশ করে, সে কখনও নিজের সময় ওয়েস্ট করে না। ভালোভাবে পড়ে, শ্রীমতে চলে। শ্রীমতে তো চলতে হবে তাই না। বাবা বলছেন তোমরা তো বাবার নির্দেশ পালন করো না। শ্রীমত দিই যে, বাবাকে স্মরণ করো তো ভুলে যাও। এটা তো দুর্বলতা বলা হবে। মায়া একদম নাক ধরে, ছোবল মেরে মাথার উপরে বসে যায়। এটা হলো যুদ্ধের ময়দান তাই না। ভালো ভালো বাচ্চার উপরেও মায়া জয়লাভ করে ফেলে। তারপর নাম কার বদনাম হয়? শিববাবার। গায়নও আছে গুরুর নিন্দুক কোনও পদ পায় না। এইরকম মায়ার কাছে পরাজিত হলে কিভাবে পদ পাবে! নিজের কল্যাণের জন্য বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করতে হবে যে আমি কিভাবে পুরুষার্থ করে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেব। ভালো ভালো মহারথীদের মতো হয়ে সবাইকে রাস্তা বলবো। বাবা সার্ভিসের যুক্তি তো খুব সহজ বলে দেন। বাবা বলেন তোমরা আমাকে আহ্বান করেছিলে, এখন আমি বলছি যে আমাকে স্মরণ করো তো পবিত্র হয়ে যাবে। পবিত্র দুনিয়ার চিত্র আছে তাই না। এটা হল মুখ্য। এখানে এইম্ অবজেক্ট আছে এমন নয় যে ডাক্তারী পড়তে হবে তো ডাক্তারকে স্মরণ করতে হবে। ব্যারিস্টারী পড়তে হলে কোনও ব্যারিস্টারকে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলছেন কেবল আমাকে স্মরণ করো। ব্যস্ আমি তোমার সব মনোকামনা পূর্ণ করে দেবো। তোমরা কেবল আমাকে স্মরণ করো। যদিও মায়া তোমাদেরকে অনেক পরিশ্রান্ত করে, তথাপি যুদ্ধ তো করতেই হবে। এমন নয় যে শিঘ্রই জয়ী হয়ে যাবে। এখনও পর্যন্ত একজনও মায়ার বিরুদ্ধে জয়ী হয় নি, জয়ী হতে গেলে পুনরায় জগতজীৎ হতে হবে। গাইতে থাকে, আমি গোলাম তোমার...। এখানে তো মায়াকে গোলাম বানাতে হবে। সেখানে মায়া কখনও দুঃখ দেবে না। আজকাল তো দুনিয়াই খুব নোংরা হয়ে গেছে। একে-অপরকে দুঃখই দিতে থাকে। তো বাবা হলেন কতো মিষ্টি, যাঁর নিজের জন্য কোনও ইচ্ছা নেই। এইরকম বাবাকে স্মরণ করো না, অনেকে আবার বলে যে আমি শিববাবাকে মানি, ব্রহ্মা বাবাকে মানি না। কিন্তু এনারা দুজন একসাথে আছেন, দালাল ছাড়া সওদা হবে না। ইনি হলেন বাবার রথ, এনার নামই হল ভাগ্যশালী রথ। এটাও জানো যে সবথেকে নম্বর ওয়ান শ্রেষ্ঠ হলেন ইনি। ক্লাসে মনিটরেরও সম্মান থাকে। রিগার্ড দেয়। নম্বর ওয়ান হারানিধি বাচ্চা হলেন ইনি। সেখানেও সকল রাজারা এনাকে (শ্রী নারায়ণকে) রিগার্ড দেবেন। এখানে যখন সবাই বুঝবে তখন রিগার্ড দেবে। এখানে সবাই রিগার্ড দিতে শিখলে তবে সেখানে রিগার্ড দেবে। নাহলে তো কি আর প্রাপ্তি হবে? শিববাবাকে স্মরণও করতে পারবে না। বাবা বলছেন স্মরণের দ্বারাই তোমাদের নৌকা পার হয়ে যাবে। এই বাবা তোমাদেরকে অসীম জগতের রাজত্ব প্রদান করছেন। এইরকম বাবাকে কতইনা স্মরণ করতে হবে। অন্যরে কতাই না লভ্ থাকা উচিত। এনাকে দেখো বাবার প্রতি কতো লভ্ আছে। লভ্ থাকলে তবে তো সোনার পাত্র হতে পারবে, যার পাত্র সোনার হবে তার চলনও কতো ফাস্ট ক্লাস হবে। ড্রামা অনুসারে রাজধানী স্থাপন হবে। সেখানে তো সবরকমই চাই।

বাবা বোঝাচ্ছেন তোমরা কখনও রাগ করবে না। বুঝতে হবে যে আমি যদি সেবা না করি, তারমানে টাইম ওয়েস্ট করে থাকি। শিববাবার যজ্ঞের কোনও সেবা না করলে তো কি প্রাপ্ত করবে? সেবাধারীরাই উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। নিজের কল্যাণের জন্য শখ রাখতে হবে। সেবা না করলে পদ ভ্রষ্ট করে ফেলবে। স্টুডেন্ট ভালভাবে পড়ে তো টিচারও খুশী হবেন, বুঝবেন যে এ আমার নাম উজ্জ্বল করবে। এর কারণে আমি পুরস্কৃত হবো। বাবা টিচার ইত্যাদি সবাই খুশী হবেন। ভালো সুসন্তানের উপরে বাবা মা-ও কুর্বান (সর্ব-সমর্পণ) হন যে খুব ভালো সার্ভিস করে, তো বাবাও শুনে খুশী হন। যে অনেকের সার্ভিস করে, তার অবশ্যই নাম প্রসিদ্ধ হবে। উচ্চপদও প্রাপ্ত করবে। রাতদিন তার মধ্যে সার্ভিসেরই চিন্তা চলে। খাওয়া দাওয়ার কথাও মননে থাকে না। বোঝাতে বোঝাতে গলা ধরে যায়। এইরকম হারানিধি, সেবাধারী বাচ্চারাই উচ্চপদ পাবে। এটা তো ২১ জন্মের কথা, সেটাও আবার কল্প-কল্পান্তরের জন্য। যখন রেজাল্ট বের হবে তখন বুঝবে, কে বেশী সার্ভিস করেছে। কতজনকে রাস্তা বলে দিয়েছে। ক্যারেক্টারসকেও শোধরানো জরুরী। মহারথী, ঘোড় সওয়ারী, পেয়াদা নাম তো আছে তাই না। সার্ভিস না করলে তো বুঝতে হবে যে আমি হলাম পেয়াদা। এরকম কেউ ভাববে না যে আমি ধন দিয়ে সেবা করেছি তো আমার পদ উচ্চ হবে। এটা একদমই ভুল। সবকিছুই সার্ভিস আর পড়াশোনার উপর নির্ভরশীল। বাবা তো খুব ভালো রীতি বোঝাতে থাকেন যে বাচ্চারা পড়াশোনা করে উচ্চপদ পাবে। কল্প কল্পের জন্য নিজের অবনতি করো না। বাবা দেখছেন এ নিজের ক্ষতি করছে, সে নিজেও সেটা বুঝতে পারছে না, এটা ভেবে খুশী হচ্ছে যে আমি তো টাকা দিয়েছি এইজন্য মালাতে নিকটবর্তী কোনও দানা হব। কিন্তু যদিও টাকা দিয়েছো অথচ জ্ঞান ধারণ

করো নি, যোগ করো নি, তাহলে কোন্ কাজের হলে! যদি নিজের উপর করুণাই না করো তাহলে বাবাকে কি ফলো করো? বাবা তো এসেইছেন বাচ্চাদেরকে ফুল বানানোর জন্য। যে অনেককে ফুল বানাতে তার প্রতি বাবাও সর্ব সমর্পিত হয়ে যাবেন। স্কুল সেবাও অনেক আছে। যেরকম বাবা ভাণ্ডারীর অনেক মহিমা করেন, তিনি (ভান্ডারী যিনি দেখাশোনা করেন) অনেকের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করেন। যে যত বেশী সার্ভিস করে, সে নিজেরই কল্যাণ করে, নিজের সর্বস্ব সার্ভিসে প্রদান করে। নিজের জন্যই উপার্জন করে। অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে সার্ভিস করে। যে খিটখিট করে, সে নিজেরই ভাগ্য খারাপ করে। যার মধ্যে লোভ থাকবে তার মনে বারংবার সেটারই চিন্তা চলবে তোমরা সবাই হলে বাণপ্রস্তু, সবাইকে বাণী থেকে উর্ধ্ব য়েতে হবে। নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে সারাদিন আমি কত সার্ভিস করি। কোনো কোনো বাচ্চার তো সার্ভিস না করলে সুখ আসে না। কারো-কারো আবার বুদ্ধির উপর বা পড়াশোনার উপর গ্রহচারী বসে যায়। বাবা তো সবাইকে একইরকম পড়ান, কিন্তু বুদ্ধি কারো একইরকম হয় না। তথাপি পুরুষার্থ তো করতে হবে তাই না। না হলে তো কল্প কল্পান্তরের পদ এইরকম হয়ে যাবে। শেষে যখন রেজাল্ট বের হবে তখন সবাই সাক্ষাৎকার করবে। সাক্ষাৎকার করে ট্রান্সফার হয়ে যাবে। শান্তিতেও আছে যে অন্তিম সময়ে সবাই অনুতাপ করবে আর বলবে যে ফালতু সময় নষ্ট করেছি। কল্প কল্পান্তর ধরে অনেক ধোকা খেয়েছে। বাবা তো সাবধান করতে থাকেন। শিববার তো এটাই ইচ্ছা যে বাচ্চারা পড়াশোনা করে উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে আর অন্য কোনও ইচ্ছা নেই। তাঁর কাজেরও কোনও জিনিস নেই। বাবা বোঝাচ্ছেন বাচ্চারা অন্তর্মুখী হও। দুনিয়ার সবাই তো বহিমুখী। তোমরা হলে অন্তর্মুখী। নিজের অবস্থাকে দেখতে হবে আর সংশোধন হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সাক্ষী হয়ে নিজের পার্টকে দেখো - আমি ভালোভাবে পড়ে অন্যদেরকে পড়াচ্ছি নাকি পড়াচ্ছি না? অন্যদেরকে নিজের সমান বানানোর সেবা করছি? নিজের সময় জাগতিক বিষয়ে বরবাদ করো'না।

২) অন্তর্মুখী হয়ে নিজেই নিজেকে শোধরাতে হবে। নিজের কল্যাণ করার শখ রাখতে হবে। সেবায় ব্যস্ত থাকতে হবে। বাবার সমান করুণাময় অবশ্যই হতে হবে।

বরদানঃ-

সকল সময় নিজের দৃষ্টি, বৃত্তি, কৃতির দ্বারা সেবা করে পাক্সা সেবাধারী ভব সেবাধারী অর্থাৎ প্রতি সময় শ্রেষ্ঠ দৃষ্টির দ্বারা, বৃত্তির দ্বারা, কৃতির দ্বারা সেবা করা, যাকেই শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি দিয়ে দেখা তো সেই দৃষ্টিও সেবা করে। বৃত্তির দ্বারা বায়ুমন্ডল তৈরী হয়। স্মরণে থেকে কোনও কাজ করলে বায়ুমণ্ডল শুদ্ধ হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ জীবনের শ্বাসই হলো সেবা, যেরকম শ্বাস না চললে মূর্ছিত হয়ে যায় এইরকম ব্রাহ্মণ আত্মা সেবাতে বিজি না থাকলে তো মূর্ছিত হয়ে যাবে, এইজন্য যত স্নেহী, ততই সহযোগী, ততই সেবাধারী হও।

স্নোগানঃ-

সেবাকে খেলা মনে করো তো ক্লান্ত হবে না, সদা লাইট থাকবে।

অব্যক্ত সাইলেপের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন -

সদা ডবল লাইট স্থিতিতে থাকা আত্মারা নিশ্চয়বুদ্ধি নিশ্চিন্ত হবে। উডন্ত কলাতে উড়তে থাকবে। উডন্ত কলা অর্থাৎ উচ্চ থেকেও উচ্চ স্থিতি। তাদের বুদ্ধি রূপী পা ধরিত্রীতে থাকে না। ধরিত্রী অর্থাৎ দেহভাব থেকে উর্ধ্ব। যারা দেহভাবের ধরিত্রী থেকে উর্ধ্ব থাকে, তারা সদা ফরিস্তা হয়ে থাকে। তাদের সম্পর্কে যে সকল আত্মা আসবে তারা অল্প সময়ের মধ্যেই শীতলতা বা শান্তির অনুভূতি করবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;